সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর বয়ানে 'সুজনের দাদাগিরি' প্রসঙ্গ এবং সুজন-এর বক্তব্য

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, শুক্রবার, চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নির্বাচন কমিশন গঠন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ সুজন-এর উদ্দেশে বলেছেন, "তারা নির্বাচন করে না, করবেও না। তারা যেভাবে পরামর্শ দিচ্ছে, তাদের এত দাদাগিরি কেন? আর গণমাধ্যমেও সেটি ফলাও করে প্রকাশ করা হয় কেন, সেটিও আমার প্রশ্ন"। তিনি আরো বলেন, "সুজন কারা? সুজন একটি এনজিও। এই এনজিওর সারা দেশে কোনো শাখাও নেই, প্রশাখাও নেই। এটা ব্যক্তিবিশেষ দিয়ে একটি এনজিও। বিভিন্ন সংস্থা থেকে তারা তহবিল সংগ্রহ করে চলে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও তারা একসময় তহবিল নিয়েছে। এটা নিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন বিগত প্রধান নির্বাচন কমিশনার।" সার্চ কমিটি দশজনের নাম প্রকাশ করবে কি না এমন এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "এখন যে নামগুলো জমা পড়েছে সেগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর সার্চ কমিটি যে দশজন সিলেক্ট করবে, সেটি তাদের আইনবলে, ক্ষমতাবলে। সেটিও প্রকাশ করবে কি করবে না, সেটা সার্চ কমিটির ব্যাপার। সেটির বিষয়ে সুজন কে বলার? সুজন কি নির্বাচন করে? সুজন কি স্টেকহোল্ডার? তা তো নয়। এখানে স্টেকহোল্ডার যারা, নির্বাচন করে তারা। সুজন তো নয়। তো সুজনের এত দাদাগিরি কেন? এটা আমার প্রশ্ন।"

মাননীয় মন্ত্রীর এহেন বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং তাঁর জ্ঞাতার্থে আমাদের কিছু কথা নিম্নে তুলে ধরছি। **প্রথমত,** আমরা বলতে চাই যে, সুজন একটি নাগরিক সংগঠন। ২০০২ সালে সংগঠনটি সচেতন ও চিন্তাশীল কিছু নাগরিকের উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সকলে অবগত যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধানের ৭। (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"। সেদিক থেকে **সুজন রাষ্ট্রের মালিক তথা নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করে।** মালিকের অবস্থান থেকেই 'ওয়াচডগ' (অতন্দ্রপ্রহরী) হিসেবে চোখ-কান খোলা রেখে দেখতে চায়, যার যে কাজ, তা সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না? পাশাপাশি 'প্রেসার গ্রুপ' (চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথাভাবে পালন করে, সে জন্য প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করা। সঙ্গত কারণে সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং সাম্প্রতিককালে প্রণীত "প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২"-এর ৪। (১) ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী সাপেক্ষে **স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করা হচ্ছে কি না,** সেই প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলো সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছে।

দ্বিতীয়ত, সুজন সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। সরকারের বাইরে সবাই বেসরকারি সংস্থা – সে অর্থে সুজনও একটি বেসরকারি সংস্থা। কিন্তু সুজন দাতাপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা নয়। প্রত্যেকটি জেলা, প্রায় সব উপজেলা, এমনকি অনেক ইউনিয়নেও সুজনের কমিটি রয়েছে এবং অসংখ্য ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে এর সঙ্গে জড়িত থেকে জাতীয় স্বার্থে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছেন।

তৃতীয়ত, সুজন মনে করে না যে, যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তারাই একমাত্র স্টেকহোল্ডার। নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, নাগরিক সংগঠন এবং ভোটার সকলেই নির্বাচনের স্টেকহোল্ডার। তবে যেহেতু নির্বাচনকালে নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাই সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিরা একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনে নিয়োগ পাচ্ছেন কি না, সে ব্যাপারে সকল স্টেকহোল্ডারেরই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সুজন মনে করে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের স্বচ্ছভাবে নিয়োগের জন্যই প্রস্তাবিত নামগুলো প্রকাশ করা উচিৎ। তা না হলে অতীতের মতো বিতর্কিত বা সরকারের অনুগতরা কমিশনে নিয়োগ পেতে পারেন; যাদের পক্ষে অবাধ, নিরপেক্ষ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা কখনই সম্ভব হবে না।

চতুর্থত, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, সুজন নির্বাচন কমিশনের অর্থ নিয়ে কাজ করেছে। মাননীয় মন্ত্রী জানার কথা যে, আমাদের উচ্চ আদালত হলফনামার মাধ্যমে নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের এবং নির্বাচন কমিশনকে সে তথ্য ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালতের সে নির্দেশ পালনে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা না থাকার কারণে দুটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কমিশন সুজন-এর সহায়তা নিয়েছিল। সুজন কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত নয় এবং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় অসংখ্য স্বেচ্ছাব্রতীর নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাশ্রম ও মূলত তাদের পকেটের অর্থ দিয়ে।

পরিশেষে, আমরা মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, সুজন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে যাতে জনকল্যাণে অবদান রাখতে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আর **ভবিষ্যতের সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যই প্রয়োজন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ করা। এলক্ষ্যেই সুজন সোচ্চার রয়েছে। আর এই সোচ্চার ভূমিকাকেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 'দাদাগিরি' বলছেন।**

সুজন-এর পক্ষ থেকে-

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সভাপতি, সুজন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদক, সুজন।

হেরালডিক হাইট্স, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭